তারিখ 25 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডাকসু আয়োজিত ছাত্র কনভেনশন উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি আরো বলেন, বৃহত্তর ছাত্র সমাজের সাথে সন্ত্রাসের কোন সংশ্রব নেই। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আসলে বাইরের আমদানী। আমরা যদি বিষয়টির গভীরে যাই তা হলে এর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসের সূত্রপাত ঘটে ষাটের দশকে। তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল আরেকটি স্বৈরশাসন। এ দেশের জনমানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে ছাত্র সমাজকে দাবিয়ে রাখার জন্যেই সেদিন সযত্নে সন্ত্রাসের বীজ রোপণ করা হয়েছিল। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময়ে জনতার রুদ্র রোষের সামনে সেই সন্ত্রাস তাসের ঘরের মত খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সন্ত্রাস আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আবার ফিরে আসে।

একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে অন্যায়, অবৈধভাবে উৎখাত করে যখন স্বৈরাচার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, তখন সবচেয়ে প্রতিবাদমুখর ছিল আমাদের ছাত্র সমাজ। এই প্রতিবাদের মুখে স্বৈরাচার তাই আবারো সন্ত্রাসের আমদানী করলো ক্যাম্পাসে। স্বৈরাচারের নয় বছরের মধ্যে পাঁচ বছরই বন্ধ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্নতর ছিল না।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশ বছরের সন্ত্রাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা কি দেখতে পেলাম? দেখতে পেলাম, স্বৈরাচারের বড় দোসর হচ্ছে সন্ত্রাস। গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস পাশাপাশি চলতে পারে না। আজ দেশে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নবলব্ধ গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে স্বৈরাচারের রেখে যাওয়া সন্ত্রাসী চক্র। গণতন্ত্র স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাস আর টিকে থাকতে পারবে না। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ছাত্র সমাজ যেমন ছিল অগ্রণী, আজ সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানেও তাদের অনুরূপ সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেহেতু সন্ত্রাস একটি জাতীয় সমস্যা, সেহেতু জাতীয়ভাবেই এর মোকাবেলা করতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন সকল মতের, সকল দলের, সকল মহলের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা। সন্ত্রাসের ব্যাপারে আগে চাই জাতীয় ঐকমত্য। এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি প্রধান প্রধান দলগুলোর সাথে দু'বার মত বিনিময় করি। সেখানে এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। জাতীয় সংসদেও বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠক ও আলোচনায় সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে একটি ব্যাপক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত ডিসেম্বরের তিন তারিখে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে সাত দফা সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কিন্তু, কেবল প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এসব প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে আন্তরিকতার প্রয়োজন। প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। তিনি প্রশ্ন করেন, কারা ক্ষুদ্র দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এখনও সন্ত্রাসীদের লালন করে চলেছে? আমাদের পক্ষ থেকে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি— সন্ত্রাসের ব্যাপারে আমরা আপোষহীন। আমরা আইন রক্ষাকারীদের নির্দেশ দিয়েছি সন্ত্রাসীরা যে দলেরই বা সংগঠনেরই হোক না কেন, তাদের যেন কঠোরভাবে দমন করা হয়। এই সদিচ্ছার প্রতিফলন আমরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যেও দেখতে চাই। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ধরতে গেলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বাধা দেয়া, রাস্তায় গাড়ী পোড়ানো, হট্টগোল সৃষ্টি ও বিবৃতি প্রদান সন্ত্রাসী দমনে কখনো সহায়ক হতে পারে না। এটা প্রকারান্তরে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয়ারই নামান্তর। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। তার চেয়ে বড় দেশের মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী একটি সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। এই আন্দোলনে আমরা আমাদের সহযাত্রী হিসেবে পেতে চাই— সকল ছাত্র-ছাত্রী, সকল শিক্ষক, সকল অভিভাবক, সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এবং দেশের সকল সচেতন মানুষকে। এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। স্বৈরাচারকে যেমন আমরা হঠাতে পেরেছি, তেমনি তার অবশেষ সন্ত্রাসকে আমরা অবশ্যই হঠাতে পারবো— এ বিশ্বাস আমার আছে।

ডাকসু আয়োজিত আজকের এই কনভেনশন থেকেই আমরা শুরু করতে পারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের দুর্বার সামাজিক আন্দোলন। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে বলেছিলাম, বিভিন্ন গণআন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও সেই একই ভূমিকা আমাদের প্রত্যাশা।

দেশের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তা ও দুর্যোগের দিকে আমরা কিছুতেই ঠেলে দিতে পারি না।

বিশেষ অতিথিদের ভাষণ

ডাকসু আয়োজিত এ ছাত্র কনভেনশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ডাকসু'র সভাপতি প্রফেসর এম, মনিরুজ্জামান মিঞা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ স ম মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার, দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, বিএফইউজে'র সভাপতি ও দি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ।

ভিসি প্রফেসর এম, মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের সর্বস্তরেই সন্ত্রাস বিরাজ করছে। গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত প্রয়োজন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ স ম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গন থেকে চিরতরে সন্ত্রাস নির্মূল, সেশনজট থেকে মুক্তি ও সমস্ত সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বলেন, গণতন্ত্র অর্জনের পর থেকেই শিক্ষাঙ্গন ও অর্থনীতিতে নৈরাজ্য চলছে। গণতন্ত্রের শত্রুরাই এর পেছনে মদদ যোগাচ্ছে। তিনি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের দাবী মেটাতে যত তৎপর হবেন, গণতন্ত্রের শত্রুরাও তত হতাশ হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেন, রাজনীতিতে গুণ্ডা আমদানী করে ক্ষমতায় যাওয়ার যে মহড়া চলছে তা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করতে হবে। তিনি সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য তরুণদের নেতৃত্বে সঠিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

ছাত্র প্রতিনিধিদের বক্তব্য

ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কনভেনশনে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় ৬০ জন ছাত্র প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। তন্মধ্যে চাকসুর ভিপি নাজিমুদ্দিন ছাড়া সকল প্রতিনিধিই ছাত্র দল থেকে নির্বাচিত। চাকসুর ভিপি নাজিমুদ্দিন মুজিববাদী ছাত্র লীগের নেতা। কনভেনশন পরিচালনা করেন ডাকসুর জিএস খায়রুল কবির খোকন এবং দাবীনামা পেশ ও কর্মসূচী ঘোষণা করেন ডাকসুর এজিএস নাজিমউদ্দিন আলম।

চাকসুর ভিপি ছাত্র লীগ নেতা নাজিমুদ্দিন বলেন, সরকারী দল ও বিরোধী দল একে অপরকে প্রতিপক্ষ ভাবলে দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। তিনি জামায়াত শিবিরের 'অশুভ তৎপরতা'কে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার আহবান জানান। তিনি কনভেনশনে উপস্থিত প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও গোলাম আযমের বিচার করতে পারলে, শুধু পাঁচ বছর নয়, এদেশের জনগণ বিশ বছর আপনাকে ক্ষমতায় রাখবে। তিনি গোলাম আযমকে গ্রেফতার করার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানান।

11

জাসুর ভিপি মনিরুজ্জামান মনির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি শরীফুল ইসলাম রবি বলেন, কে কত রাউণ্ড গুলী ছুঁড়েছে বা ছুঁড়িয়েছে তা-ই যদি নেতা হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি হয়, তাহলে ছাত্র রাজনীতি কোনদিন সন্ত্রাসমুক্ত হবে না। তিনি বলেন, আমরা সবাই তো সন্ত্রাসীদের চিনি তবু কেন এই চুপ থাকা?

তিনি আবেগ বিহ্বলভাবে বলেন, ডাঃ মিলনের খুনীরা আইনে ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে। এখন ডাঃ মিলনের কবরের কাছে যেয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, 'ডাঃ মিলন, আপনি মৃত, আমরা জীবিত। কিন্তু মৃত আপনার চেয়ে আমরা আরো বেশী অসহায়'।

কনভেনশনের অন্যান্য ছাত্র প্রতিনিধির বক্তব্যের মধ্যেও প্রধান দাবী ছিল সন্ত্রাস নির্মূল ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন— চাকসুর সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহীন, করটিয়া সাদৎ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভিপি মনিরুল ইসলাম মিন্টু, খুলনা বিএম কলেজের ভিপি জাফর ইমাম, ইডেন কলেজের ভিপি হেলেন জেরীন খান, ঢাকা কলেজের ভিপি মীর নেওয়াজ আলী, খুলনা সরকারী মহিলা কলেজের ভিপি সাহারা খানম, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ভিপি এনামুল হক তুহিন প্রমুখ।

সভাপতির ভাষণে ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান সন্ত্রাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল সংগঠককে একটি বৈঠকে ডাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, যারা এতে অনুপস্থিত থাকবে, বোঝা যাবে, তারাই সন্ত্রাস করছে।

কনভেনশনে উত্থাপিত দাবীনামা

ডাকসুর এজিএস নাজিম উদ্দিন আলম ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে কনভেনশনে ১০ দফা দাবীনামা উত্থাপন করেন। এতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি গঠন, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের সুযোগ সৃষ্টি, ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধান, ছাত্রদের খণ্ডকালীন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় যাদের নামে মিথ্যা মামলা হয়েছে, তা প্রত্যাহার বা যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে, তা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

কনভেনশনের কর্মসূচী

কনভেনশন থেকে আগামী ৩১ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত নৈরাজ্য প্রতিরোধ সপ্তাহ পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে এদিন ঢাকায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।